Sanatan Dharma

রামনবমী ব্রত

রামায়ণের কাহিনী অনুসারে, রামনবমীতে রাজা দশরথের ঘরে ভগবান রাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন । রাবণকে বধ করার জন্য ত্রেতাযুগে রামের জন্ম হয় । রামচন্দ্রকে শ্রী ভগবান বিষ্ণুর সপ্তম অবতার হিসেবে দেখা হয় । চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ থেকে শুক্লপক্ষের নবমী তিথি পর্যন্ত – এই নবরাত্রির নবম দিনে রামনবমী উদযাপিত হয় । ভগবান রামের উল্লেখ যে শুধুমাত্র প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থে পাওয়া যায় তা নয়, জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থেও ভগবান রামের উল্লেখ আছে। প্রতি বছর এই দিনটিকে ভগবান রামের জন্ম তিথি হিসেবে পালন করা হয় ভারত সহ গোটা বিশ্বে। এই রাম নবমীতে অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে শুভ শক্তিকে আমন্ত্রণ জানান হয়।

রামনবমী তিথিতে ভগবান রামচন্দ্রের জন্ম-উৎসব পালন করা হয়। হিন্দুধর্মের বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থগুলিতে যেসব জনপ্রিয় দেবতার কথা পাওয়া যায়, তার অন্যতম হলেন রাম। সারা দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় রাম জনপ্রিয় দেবতা। লোকবিশ্বাসানুসারে, রামের জন্মস্থান হল ভারতের অযোধ্যা শহর।

এই উৎসবের দিনে মন্দ শক্তিকে পরাজিত করে ভালোর প্রতিষ্ঠা করা হয়, অধর্মকে

Published on: Jan, 09 2023 15:38

নিক্ষেপ করে ধর্মের প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই উৎসবের দিন সকালে হিন্দুদের আদি দেবতা সূর্য দেবকে জল প্রদান করে, সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী সূর্য দেবতার আশীর্বাদ গ্রহণ করা হয়। রাম নবমী উপলক্ষ্যে ধার্মিক ব্যক্তিরা সমগ্র দিন জুড়ে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করেন। কিছু বৈষ্ণব হিন্দু একটি মন্দিরে যান যখন অন্যরা তাদের বাড়িতে প্রার্থনা করেন এবং কেউ কেউ পূজা এবং আরতির অংশ হিসাবে সঙ্গীত সহ ভজন বা কীর্তনে অংশগ্রহণ করেন।

রাম নবমীতে মর্যাদার প্রতিমূর্তি ভগবান রামের পুজো করলে খ্যাতি এবং সৌভাগ্য আসে। জীবনে সর্বদা সুখ এবং সমৃদ্ধি থাকে। ভগবান রামের উপাসনা করলে জীবনে ইতিবাচকতা বজায় থাকে এবং সমস্ত কাজ বিনা বাধায় সম্পন্ন হয়।রাম নবমী পালন করার মূল উদ্দেশ্য হল অধর্মকে বিনাশ করে ধর্মকে স্থাপন করা।

এ দিন নিষ্ঠা নিয়ে পুজো করলে মনের অনেক আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়। ভগবানের কৃপায় সব ধরনের সংকট থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এ দিন পুজো করলে।রামনবমীর দিন ভগবান রামের সঙ্গেই দেবী দুর্গারও পুজো করেন। সেক্ষেত্রে সব ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় বলেও বিশ্বাস করেন অনেকে।

এ বছর (2023) [বাংলার 1429 সাল] চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ শুরু হবে নবমী তিথি 21th March 2023(মঙ্গলবার) রাত 10:53 মিনিট থেকে শুরু হবে কিন্তু 22nd March 2023(বুধবার)সূর্য উদয়ের সঙ্গে শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ শুরু হবে□ তাই 22nd March 2023(বুধবার) থেকে নবরাত্রীর প্রথম দিন প্রতিপদ শুরু ধরা হবে।

রামনবমী-নবরাত্রীর প্রথম দিন প্রতিপদ 22nd March 2023(বুধবার) থেকে শুরু ধরা হবে।
রামনবমী-নবরাত্রীর নবম দিন অর্থাৎ নবমী তিথি 30th March 2023(বৃহস্পতিবার) রাত 11:31 পর্যন্ত থাকবে। তাই রামনবমী 30th March 2023(বৃহস্পতিবার) পালিত হবে এবং রামপূজা, সীতাপূজা এবং হনুমান ঝান্ডা পতাকা পূজন করা হবে। রাম নবমীর দিন সারা দেশের রাম মন্দিরে ভগবান শ্রী রামের আরাধনা করা হয়।

রাম নবমীর দিনসমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ করতে হনুমানজির এবং হনুমান ঝান্ডা পতাকা পুজো করুন

2023 সালের রাম নবমীর সময়সূচী:

নবমী তিথি শুরু – 29th March 2023 (বুধবার) রাত 09:08 PM থেকে শুরু।

নবমী তিথি শেষ – 30th March 2023 (বৃহস্পতিবার) রাত 11:31 PM পর্যন্ত।

তারিখ : 30th March 2023 (বৃহস্পতিবার)

রামনবমী বিশেষ পূজা মুহূর্ত : 10:27 AM থেকে 12:54 PM.(সময়কাল = 02 ঘন্টা 27

মিনিট)

চৈত্র নবরাত্রির রাম নবমী, মন্ত্র জপে কাটবে বাস্তুদোষ থেকে গ্রহদোষ

রাম নবমীর দিন[30th March 2023(বৃহস্পতিবার)] শুভ মুহূর্তে ভগবান রামকে ধ্যান করার সময়, "শ্রী রামচন্দ্র কৃপালু ভজমান হারান ভাবা দারুণম" এর প্রশংসায় ভগবান শ্রীরামের পূজা করুন। এতে আপনার জীবনের সকল দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যায়।

রামনবমীর দিন, শুভ সময়ে রাম রক্ষা স্তোত্র পাঠ “চরিতম্ রঘুনাথস্য শতকোটি প্রবিষ্টম্। একাইকাক্ষরম পুনসান মহাপত পাঠ করুন.." পদ্ধতিগতভাবে। এতে করে আপনার জীবন থেকে সঙ্কট দূর হবে, আপনি সর্বদা সুখী থাকবেন।

হনুমান চালিসায় শ্রী রামজির পরম ভক্ত হনুমান জির প্রশংসা পাওয়া যায়। অতএব, আপনি যদি আপনার মনের কোনও ইচ্ছা রেখে রামনবমীতে হনুমান চালিসা পাঠ করেন, তবে ভগবান রাম এবং ভক্ত হনুমান উভয়ের কৃপায় আপনার ইচ্ছা পূরণ হয়।

যদি আপনার জীবনে কোনো সংকট বা বিপর্যয় আপনাকে ছেড়ে না যায়, তাহলে রামনবমীর দিন রামায়ণ বা রামচরিত মানস পাঠ করুন। এতে করে আপনার জীবনের সকল ঝামেলা দূর হয়ে যাবে।

যদি আপনি চান যে আপনার জীবনে মঙ্গল থাকুক, তাহলে এই দিনে "মঙ্গল ভবন অমঙ্গল হরি দ্রভূ সুদাসারথ আজির বিহারী" চৌপাই প্রয়োগ করে সুন্দরকাণ্ড পাঠ করুন।

আপনার বাড়িতে যদি কোনও বাস্তু ত্রুটি থাকে তবে তা দূর করার জন্য, রাম নবমীর দিন একটি পাত্রে গঙ্গাজল নিন, তারপরে ভগবান রামের ধ্যান করে, শ্রী রামের প্রতিরক্ষা মন্ত্র 'ওম শ্রীম হ্বিন ক্লেইন রামচন্দ্রায় শ্রীম নমঃ'। 108 বার জপ করুন। এর পর পাত্রে রাখা জল বাড়ির চারদিকে ছিটিয়ে দিন। এটি করলে আপনার ঘরের বাস্তু দোষ ও দৃষ্টির ত্রুটি দূর হয়।

আপনি যদি আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তাহলে রাম নবমীর দিন পদ্ধতিগতভাবে রামাষ্টক পাঠ করুন। এতে করে অর্থ উপার্জন হয়।

শ্রীরাম নবমী ব্রত

ব্রতকথাঃ- একসময় পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে মহর্ষি সনক প্রশ্ন করেছিলেন ও জানতে চেয়েছিলেন যে কীভাবে দশরথ ও কৌশল্যা শ্রীরামচন্দ্রের মতো পুত্র লাভ করেছিলেন। উত্তরে ব্রহ্মা বলেছিলেন যে মহারাজ দশরথ ও কৌশল্যা দীর্ঘদিন পুত্রাদি লাভ না করে বড়ই চিন্তিত ছিলেন। তাঁরা দুজনে একসময়ে পুত্র লাভের আশায় ভগবান সদাশিবের আরাধনা করেন। পুত্রশোকে কাতর এই দুজনের ভক্তিতে ভগবান সদাশিব খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁদের কাছে এসে তাঁদের কী কামনা তা জানতে চেয়েছিলেন। উত্তরে তাঁরা দুজন বলেছিলেন যে কী করলে তাঁরা পুত্রলাভ করতে পারবে তার উপায় তিনি বলেছিলেন। এই কথা শুনে ভগবান

সদাশিব বলেছিলেন যে তাঁরা যদি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে তাহলে স্বয়ং নারায়ণকে সন্তান হিসাবে পাবেন। এই কথা শুনে মহারাজ দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলেন। তার কিছুদিনের মধ্যেই কৌশল্যা গর্ভবতী হলেন এবং সঠিক সময়ে শুভলগ্নে চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে, পুনর্বসু নক্ষত্রে নবমী তিথিতে স্বয়ং নারায়ণ শ্রীরামচন্দ্র রূপে জন্মগ্রহণ করলেন দশরথ গৃহে।"

এই কথা শোনার পর মহর্ষি সনক ব্রহ্মাকে এই ব্রতের নিয়ম জানতে চাইলে ব্রহ্মা বললেন যে ব্রত পালনের আগের দিন নিরামিষ খেয়ে সংযমী হয়ে তৃণ শয্যায় শয়ন করতে হয়। পরদিন সকালে উঠে স্নান করে শুদ্ধাচারে সংকল্প করে প্রথমে কৌশল্যা, তারপর দশরথ ও পরে রামচন্দ্রের পূজা করতে হয়। পাদ্য অর্থ দিয়ে পূজা করে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে সেদিন অষ্টম প্রহরে অষ্টবিধি পূজা করতে হয় এবং ব্রতকথা শুনে রাত্রি অতিবাহিত করতে হয়। আবার পরদিন সকালে স্নান করে বিধিমতো শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করতে হয় এবং ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়ে খাওয়াতে হয়। তারপর নিজে পারন করে ব্রত শেষ করতে হয়। এই ব্রতকথা শুনলে রোগী রোগমুক্ত হয়, দরিদ্র ধনবান এবং পুত্রহীনা পুত্রবর্তী হয়। ওই শ্রীরামনবমীর দিন রামচন্দ্রকে প্রণাম করে যেকোন কাজ করলে সুফল মেলে। এই তিথিতে উপোস করে রাত্রি জেগে ও তর্পন করলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ঘটে। রামচন্দ্রকে উদ্দেশ্যে করে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে মন্ত্রের পুনঃশ্চরণ হয়। দশমীর দিন ব্রাহ্মণদের যাওয়াতে ও দক্ষিনা দিতে হয়।

ব্রতফলঃ- এই ব্রতপালনে শ্রীরামচন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে ব্রতীর মনবাসনা পূরণ করেন। এই ব্রত পালন করলে দুর্বিসহ গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না। এই রামনবমীর দিন রামচন্দ্রকে স্মরণ করে যে কাজ করা হয় তা সর্বাঙ্গীন সুসম্পন্ন সফল হয়ে থাকে। এই ব্রতটি অতি পূণা একটি ব্রত। এই ব্রত পালনে মহাপুণ্যি হয়।

শ্রীরামকবচম্

ওঁ ধ্যাত্বা নীলোৎপলশ্যামং রামং রাজীবলোচনম্। জানকীলক্ষ্মণোপেতং জটামুকুটমণ্ডিতম্ ॥১॥ শাসিতূণধনুর্ব্বাণ পাণিং নক্তঞ্চরান্তকম্। স্বলীলয়া জগৎ ত্রাতুমাবির্ভূতমজং বিভুম্। রামরক্ষাং পঠেৎ প্রাজ্ঞঃ পাপঘ্নীং সৰ্ব্বকামদম্ ।। ১ ।।

অস্য শ্রীরাম বচস্য বুধকৌশিক ঋষিগায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীরামচন্দ্রো দেবতা শ্রীরামচন্দ্রপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ ॥ ওঁ শিরো মে রাঘবঃ পাতুঃ ভালং দশরথাত্মজঃ। কৌশল্যেয়ো দৃশৌ পাতু বিশ্বামিত্রপ্রিয়ঃ শ্রুতী ॥ ২॥

ঘ্রাণং পাতু মখত্রাতা মুখং সৌমিত্রিবৎসলঃ। জিহ্বাং বিদ্যানিধি পাতু কণ্ঠং ভরত বন্দিতঃ ॥৩॥ স্কন্ধৌ দিব্য যুধঃ পাতু ভুজৌ ভগ্নেশকার্ম্মকঃ। করৌ সীতাপতিঃ পাতু হৃদয়ং জামদগ্নজিৎ ।। 8 ॥

বক্ষঃ পাতু কবন্ধারি স্তনৌ গীৰ্ব্বাণবন্দিতঃ। পার্শ্বৌ কুলপতিঃ পাতু কুক্ষিমিক্ষাকুনন্দনঃ ।। ৫ ॥ মধ্যং পাতু খরধ্বংসী নাভিং জাম্ববদাশ্রয়ঃ। গুহ্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ পাতু পৃষ্ঠং পাতু

Published on: Jan, 09 2023 15:38

রঘুত্তমঃ ॥৬॥

সুগ্রীবেশঃ কটিং পাতু সখিনি হিনুমপ্রভু। উরূ রঘুত্তমঃ পাতু রক্ষঃকুলবিনাশকৃৎ ॥৭॥ জানুনী সেতুকৃৎ পাতু জঙ্ঘদেশেমখাস্তকঃ। পাদৌ বিভীষণঃ শ্রীদঃ পাতু রামোঽখিলিং বপুঃ ॥৮॥

এতাং রামবলোপেতেং রক্ষাং যঃ সুকৃতী পঠেৎ। স চিরায়ুঃ সুখী পুত্রী বিজয়ী বিনয়ী ভবেৎ ॥৯॥ পাতাল ভূতলব্যোমচারিণি ছদ্মচারিণিঃ। ন দ্রুষ্টুমপি শক্তাস্তে রক্ষিতিং রামনামভিঃ ॥ ১০॥

রামেতি রামভদ্রেতি রামচন্দ্রেতি বা স্মরন। নরো ন লিপ্যতে পাপৈর্তুক্তিং মুক্তিকি বিন্দিতি ।। ১১ ।। জগজ্জৈত্রৈকে মন্ত্রেণে রামনাম্নাভি রক্ষিতম্। যঃ করে ধারয়েৎ তস্য 0 করস্থাঃ সব্বসিদ্ধয়ঃ ॥ ১২॥

ভূর্জপত্রে ত্রমিাং বিদ্যাং গন্ধচন্দনচর্চ্চিতাম্। কৃত্বা বৈ ধারয়েদ্ যস্তু সোঽভীষ্টং ফলমাপুয়াৎ ॥ ১৩॥ কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতাপত্যাচ যা ভবেৎ। বহ্বপত্যা জীববৎসা সা ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪॥

বজ্রপঞ্জরনামদেং যে রামকবচং পঠেৎ। অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্ব্বত্র লভতে জয়মঙ্গলম্ ॥১৫ ॥ আদিষ্টিবান্ যথা স্বপ্নে রামরক্ষামমিাং হরিঃ। তথা লিখিতিবান্ প্রাতঃ প্রবুদ্ধো বুধকৌশিকিঃ ।। ১৬ ।।

ধন্বিনৌ বদ্ধনিস্ত্রিংশৌ কাকপক্ষধরৌ শুভৌ। বীরৌ মাং পথিরক্ষেতাং তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ১৭॥ তরুণৌ রূপসম্পন্নৌ সুকুমারৌ মহাবলৌ। পুণ্ডরীক বিশালাক্ষৌ চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরৌ ॥ ১৮ ॥

ফলমূলাশিনৌ দান্তৌ তাপসৌ ব্রহ্মচারিণৌ, পুত্রৌ দশরথস্যেতৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥১৯॥ শরণ্যৌ সর্ব্বসত্ত্বানাং শ্রেষ্ঠৌ সর্ব্বধনুত্থতাম্। রক্ষঃকুলনিহিস্তা রৌ ত্রায়েতোং বো রঘুপ্তমৌ।। ২০ ।।

আত্তসজ্য ধনুষাবিষু স্পৃশাবক্ষয়া শুগণযিঙ্গ সঙ্গিনৌ। রক্ষণায় মম রামলক্ষ্মণাবগ্রতঃ পথি যদৈব গচ্ছতাম্ ॥ ২১ ॥ সন্নদ্ধঃ কবচী খড়গী চাপবাণধরো যুবা। যচ্ছন মনোরথং চাস্মান্ রামঃ পাতু সলক্ষ্মণঃ ॥ ২২ ।।

অগ্রতত্ত্ব নৃসিংহো মে পৃষ্ঠতো গরুড়ধ্বজঃ। পার্শ্বয়োস্ত ধনুষ্মন্তৌ সশরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ২৩ ।। রামো দাশরথিঃ শূরো লক্ষ্মণানুচরো বলী। কাকুৎস্থঃ পুরুষঃ পূর্ণঃ কৌশল্যেয়ো রঘৃত্তমঃ ॥ ২৪ ।।

বেদোস্তবেদ্যো যজ্ঞেশঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ। জানকীবল্লভঃ শ্রীমানপ্রমেয়পরাক্রমঃ ॥ ২৫

॥ দক্ষণিে লক্ষ্মণো ধন্বী বামে চ জানকী শুভা। পুরতো মারুতর্িযস্য তং নমামি রঘুত্তমম্ ॥ ২৬ ॥

আপদামপহত্তরং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্। গুণাভরিামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্ ॥ ২৭ ॥

এতানি মম নামানি মভক্তো যঃ সদা পঠেৎ । অশ্বামধোযুতং পুণ্যং স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥

রামচন্দ্ররে ধ্যান মন্ত্র :

ওঁ কোমেলাঙ্গং বশিালাক্ষ-মন্দি্ৰনীল-সমপ্রভং। দক্ষণিাংশে দশরথং পুত্রাবেষ্টেন-তৎপরং।

পৃষ্ঠতো লক্ষণং দবেং সচ্ছত্রং কনকপ্ৰভং॥

পার্শ্বে ভরতশত্রুঘ্নৌ তালবৃন্ত-করাবুভৌ।

অগ্রে ব্যগ্রং হনুমন্তং রামানুগ্রহকাঙ্ক্ষণিম্ ।।

পূজামন্ত্র শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। বীজমন্ত্র ওঁ রাম।

শ্রীরামচন্দ্ররে প্রণাম:-ওঁ রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বধেসে। রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।।

রামনবমীর মাহাত্ম্য

রামনবমীর দনি এই কাজগুলো করে নজিরে সৌভাগ্য বৃদ্ধি করুন:-----

1.এই দিন রাম সীতা এবং হনুমানজী একসঙ্গে রয়েছে এমন একটি ছবি বা মূর্তি স্থাপন করুন এবং তাতে কমলা রঙের সিঁদুর ও লাল বা কমলা রঙের ওড়না অর্পণ করুন। যদি বাড়িতে সম্ভব না হয় তা হলে কোনও মন্দিরে গিয়েও এই কাজটি করতে পারেন।

2. এই দিন কমলা রঙের সিঁদুর দান করতে হবে। লাল রঙের সিঁদুর নয়।

3. কয়েকটি কলাইয়ের ডালের সঙ্গে অল্প দই এবং সিঁদুর মাখিয়ে নিন। তার পর সেগুলো অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় সন্ধ্যাবেলা চুপচাপ রেখে আসুন। রাখার পর পিছন ফিরে আর দেখবেন না।

4. এই দিন 9 জন কুমারীকে নিজের বাড়িতে খাওয়ান। খাওয়ানোর সময় তাঁদের পছন্দ মতো কিছু জিনিস দান করুন।

5. এই দিন একটি পিতলের থালায় মাটির ন'টি গাওয়া ঘিয়ের প্রদীপ ঘরে জ্বেলে রাখুন। যত ক্ষণ পর্যন্ত প্রদীপগুলো নিজে থেকে না নিভে যায় তত ক্ষণ জ্বলতে দিন। এর ফলে বাড়িতে ধন সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

6. এই দিন লাল কাপড়ে 11টি কড়ি কালো সুতো দিয়ে বেঁধে আলমারিতে রেখে দিন।

7. এই দিন অবশ্যই পশু পাখিদের খাবার খাওয়ান।

8. 11টি অশ্বত্থ পাতা ভাল করে গঙ্গাজলে ধুয়ে পাতার ওপর সিঁদুর দিয়ে 'শ্রীরাম' লিখে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরণে নিবেদন করুন।

Published on: Jan, 09 2023 15:38